অব্যর্থ মাদারটিংচার ও ভারতীয় ভেষজ

(প্রস্তুত প্রণালী সহ)

অধ্যাপক, ডাঃ এ. কে. চাকলাদা

অব্যর্থ মাদার টিংচার
এবং
ভারতীয় ভেষজ

এবিস ক্যানাডেনসিস (Abies Canadensis)

পরিচয়—অপর নাম পিনাস ক্যানাডেনসিস; হেমলক (স্প্রুস), নাস ক্যানাডেনসিস, ক্যানাডা পিচ ইত্যাদি। প্রকান্ড এক প্রকার দেবদারু জাতীয় বৃক্ষ বিশেষ। ব্রিটেন, আমেরিকা প্রভৃতি দেশের পাহাড় অঞ্চলে ইহা জন্মে। ইহার টাটকা ছাল ও পাতা হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকারিতা—মানব দেহের ঝিল্লী সমূহের উপর ইহার বিশেষ ক্রিয়া। পাকাশয়িক লক্ষণ যেমন পেট ফাঁপ, পেটে জ্বালা পোড়া, পাকাশয়িক সর্দি ইত্যাদি রোগ লক্ষণে ইহার Q বিশেষ উপকারী।

চারিত্রিক লক্ষণ—অসাধারণ জিনিসসমূহে রোগীর অত্যন্ত স্পৃহা দেখা যায়। শীত শীত ভাব অনুভূতি হয়। জরায়ুর স্থানচ্যুতি রোগগ্রস্তা রমণীর ক্ষেত্রে পরিপোষণ ক্রিয়ার অভাব এবং শারিরীক দুর্বলতার জন্য এই লক্ষণগুলো পরিষ্কার ভাবে প্রকাশ লাভ করে। শ্বাস-প্রশ্বাস এবং হৃদযন্ত্রের কষ্টকর ভাব। সর্বদাই শুয়ে থাকতে চায়। চর্ম শীতল ও চটচটে, হাত দুটি বেশ ঠান্ডা তৎসহ মূর্ছাভাব। এই লক্ষণগুলিই প্রধান।

রোগ ও চিকিৎসা—মাথার যন্ত্রণা—মাথায় বেদনা বোধ, টিপ টিপ করে বেদনার অনুভব, মনে হয় মাথাটা যেন হাল্কা বোধ হচ্ছে, মাথায় শূন্যতা বোধ, অস্বস্থিকর বেদনা ইত্যাদি লক্ষণে Q বিশেষ উপকারী।

আন্ত্রিক রোগ/পেটের পীড়া—রাক্ষুসে ক্ষুধা, অথচ ভাল হজম হয় না। লিভারের গোলযোগ বর্তমান। ঢেকুর উঠে, উদরে শূন্যতা বোধ, প্রচণ্ড ক্ষুধা হয় কিন্তু তেমন খেতে পারে না, মাংস খাবার খুবই ইচ্ছা, হজম করতে পারে না এমন সব খাবার খেতে চায়। পেটে জ্বালাপোড়া ভাব, উদরে বায়ু জন্মে, পেট ফাঁপ দেয়, অনেক সময় পেটে বায়ু সৃষ্টির জন্য হৃদপিন্ডের ক্রিয়া ব্যাহত হয়। ডান কাঁধে বেদনার অনুভব, কোষ্ঠকাঠিন্যের দোষ থাকে এবং গুহ্য দ্বারে জ্বালা যন্ত্রণা ইত্যাদি লক্ষণে Q অব্যর্থ।

জনন ইন্দ্রিয়ের রোগ—জরায়ুর স্থানচ্যুতি, জনন অংগের উপরি ভাগে বেদনার সঞ্চার এবং চাপ দিলে উপশম বোধ। দুর্বলতার ভাব অতি প্রকট, কোন কাজকর্ম করতে ভাল লাগে না, সর্বদাই শুয়ে থাকতে চায়। ডিম্বকোষে বেদনা ও দুর্বলতার ভাব। অবসন্ন বোধ ইত্যাদি লক্ষণে Q বিশেষ উপযোগী।

জ্বর—শীত শীত ভাব সহ কম্প দিয়ে জ্বর আসে। মনে হয় শরীরের রক্ত যেন বরফের মত ঠান্ডা হয়ে গেছে। পিঠের নিম্নদেশ হতে শীত যেন আরম্ভ হয়। দুই কাঁধের মাঝে শির শির ভাব কেউ যেন ঠান্ডা জল ঢালছে। গায়ের চামড়া দড়ি দড়ি, কোঁচকানো। নিশা ঘর্ম দেখা যায় ইত্যাদি লক্ষণযুক্ত জ্বরে ৩ বিশেষ উপকারী।

মাত্রা—৩ ২/৩ ফোঁটা করে সামান্য জলের সংগে মিশ্রিত করে দিনে ৪/৫ বার সেব্য। তবে প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য ৪/৫ ফোঁটা করে দেওয়া যেতে পারে।

এব্রোমা আগষ্টা (Abroma Augusta)

পরিচয়—বাংলা নাম ওলট কম্বল। প্রাচীন ভারতীয় আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে এই ঔষধটির উল্লেখ আছে। ইহার শিকড়, ছাল এবং পাতার দ্বারা ঔষধ প্রস্তুত করা হয়। এই ঔষধ রজোদুষ্টি, প্রদর এবং অর্শরোগ নিবারক। মাত্রা ৩, ৫ হতে ১০ ফোঁটা, প্রত্যহ ৩/৪ বার। ইহার পাতার রস বহুমূত্র রোগের উপকারী।

উপকার—বহুমূত্র, শর্করা যুক্ত মূত্র, মূত্রের পরিমাণ খুব বেশী, বার বার প্রস্রাব। প্রস্রাবের পরই পিপাসা, মুখ শুষ্ক, প্রস্রাবে দুর্গন্ধ, কখনো ঘোলা প্রস্রাব। রাত্রে বারে বারে প্রস্রাব, মূত্র নালীর মুখে জ্বালা পোড়া, সমস্ত শরীরে জ্বালা পোড়া, মূত্রে এল্‌বুমেন, অসাড়ে প্রস্রাব, মূত্র বেগ ধারণে অক্ষমতা। দুর্বলতা, মাথা ঘোরা, অনিদ্রা, জীর্ণশীর্ণতা, কোষ্ঠ কাঠিন্য, বহুমূত্র ইত্যাদি ক্ষেত্রে উপকারী।

পুরুষ জনন ইন্দ্রিয়—অতি সহজেই প্রস্রাব পড়ে যায়, মূত্রনালীর মুখ ছড়ে যাওয়া, মূত্র নালীতে ক্ষত বাত-বেদনা, মূত্রের সংগে অধিক পরিমাণে সুগার নির্গত হয়। এই জন্য লিংগ ত্বকের মুখের চারিদিকে সাদা বর্ণের মত এবং ঐ স্থানে চুলকানি, বেদনা ও জ্বালা বোধ, সহবাসের অক্ষমতা। অন্ডকোষ ফোলা, অন্ডকোষ ঝুলে পড়া ইত্যাদি ক্ষেত্রে উপকারী।

স্ত্রী জনন ইন্দ্রিয়—ঋতু অনিয়মিত, নিয়মিত সময়ের বহু পূর্বে প্রকাশ লাভ, খুব অল্পদিন বা অনেক দিন পর্যন্ত থাকে। ঋতুর ২/১ দিন পূর্বে অথবা ঋতুর সময় তল পেটে শূল বেদনা। রক্তের রঙ কালো ও চাপ চাপ, স্রাব অত্যন্ত বেশী বা সামান্য এবং বিবর্ণ। রজ কষ্ট এবং রজ লোপ উভয় অবস্থায় উপকারী জরায়ু দোষ, পাতলা চেহারা বিশিষ্ট বালিকাদের জলের মত পাতলা স্রাব নির্গত। মৃৎ পান্ডু বা ক্লোরোসিস রোগে উপকারী।

শ্বাসযন্ত্র—সন্ধ্যা ও রাত্রে কাশি বাড়ে। পুঁজবৎ কাশি ওঠে এবং বুকে বেদনা অনুভব। ঠান্ডায় কাশের উদ্রেক, সহজেই গয়ের উঠে এবং কাশতে গেলে বুকে লাগে। কাশির সময় বুক চেপে ধরতে হয়। প্রচুর পরিমাণে গয়ার

উঠা সহ ব্রংকাইটিসের লক্ষণ। ব্রংকো নিওমোনিয়ায় উপকারী। গয়ার সাদাটে, হরিদ্রাভ এবং ডেলাডেলা। শ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুত এবং হৃদপিন্ডের ও ফুসফুসে দুর্বলতা লক্ষণ অতি প্রকট ভাবে প্রকাশ।

হৃদযন্ত্র—হৃদযন্ত্রের ভয়ানক দুর্বলতা সহ উৎকণ্ঠা, অস্বস্থি বোধ, ধড়ফড় করা, নড়াচড়ায় বৃদ্ধি, হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া অনিয়মিত, ক্ষীণ এবং মূর্চ্ছাভাব।

অন্যান্য লক্ষণ—ঘাড় মেরুদন্ডের দুর্বলতা, পিঠে বেদনা, সর্বাংগেই যেন বেদনার ভাব, কোমরের আড়ষ্ট ভাব সহ কিডনীস্থানে বেদনা। এছাড়া চর্ম লক্ষণ উল্লেখযোগ্য। চর্মের শুষ্কতা, চুলকানি, গায়ে ছোট ছোট ফোঁড়া, গ্রীষ্মের সময় বেশী হয়। কার্বংকল জাতীয় ফোঁড়া। রাত্রে ভাল ঘুম হয় না। বার বার প্রস্রাবের জন্য রাত্রে ঘুমতে পারে না। ভোর রাত্রে বেশী ঘুম হয়। জ্বরের ক্ষেত্রে ঔষধটি উপকারী সমস্ত শরীরে শুষ্ক উত্তাপ, অত্যন্ত পিপাসা সহ অল্প অল্প জ্বর।

চরিত্রিক লক্ষণ—অত্যন্ত অশান্তি ক্লান্ত ভাব, অবসন্ন বোধ, শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমে অক্ষম, কাজ করার অনিচ্ছা, খিটখিটে মেজাজ, শারীরিক ক্ষয়, দ্রুত শীর্ণতা, পক্ষাঘাতের দুর্বলতা। মুখ শুকিয়ে যায় এবং ঘন ঘন পিপাসা। অধিক পরিমাণে মূত্র নির্গত হয় এবং রাত্রে বৃদ্ধি। নিদ্রাহীনতা অথবা বাধা প্রাপ্ত অতৃপ্তিকর নিদ্রা। ঋতুস্রাব যন্ত্রণাদায়ক এবং অতি সামান্য অথবা বেদনা সহ অতি স্রাব। তল পেটের উভয় পার্শ্বে বেদনা, ধাতুর গোলযোগ সহ দুর্বল রমণীদের হিষ্টিরিয়া রোগ। ডাঃ এভাস বলেন—"যন্ত্রণাদায়ক রজকৃষ্ট রোগে ওলট কম্বল সেবন করিয়ে আমি কদাচ বিফল মনোরথ হই নাই। ইহার গুণ এখনো খুব পরিচিতি লাভ করে নাই।

এব্রোমা র‍্যাডিক্স (Abroma Radix)

পরিচয়—ইহার বাংলা নাম ওলট কম্বলের মূল। ওলট কম্বলের মূল শিকড় ও মূলের ছাল হতে ইহার মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়ে থাকে। স্ত্রীলোকদের রজঃস্রাবের পীড়ায় এব্রোমা আগষ্ঠা অপেক্ষা ইহা অধিক উপকারী। মাত্রা ০ ৫ হতে ১০ ফোঁটা, প্রত্যহ ৩/৪ বার।

উপকার—স্ত্রী জননইন্দ্রিয় এবং জরায়ু সম্বন্ধীয় যাবতীয় স্ত্রীরোগ, বিশেষ করে রজ কষ্ট, রজ লোপ, প্রদর, অনিয়মিত ধাতু প্রভৃতি বহুবিধ রোগে এই ঔষধটি ব্যবহার করা হয়। এই সকল রোগের ক্ষেত্রে ইহার মাদার টিংচার নিয়মিত সেবন করলে উপকার পাওয়া যায়। প্রখ্যাত ডাঃ আর, এন, ক্ষোরী বলেন—'ওলট কম্বলের মূল জরায়ুর বলবর্ধক এবং রজ নিবারক। কণজেষ্টিভ এবং নিওর‍্যালজিক বাধক বেদনা ও রজ অভাব রোগে খুব উপকারী। অনেক অভিজ্ঞ চিকিৎসক ইহার ৩০, ২০০ শক্তি ব্যবহার করে যথেষ্ট উপকার লাভ

করেছেন। তাঁরা রজকষ্ট এবং জরায়ু সম্বন্ধীয় যাবতীয় রোগে ইহা ব্যবহার করে কোন ক্ষেত্রেই নিষ্ফল হন নাই। সদৃশ্য ঔষধ—এসিড ফস, ইওরেনিয়াম নাইট্রিকাম, এসিড গ্যালিক, আর্সব্রোম এসিড ল্যাকটিক, মেজেরিয়াম।

এবিস নায়গ্রা (Abies Nigra)

পরিচয়—আমেরিকার ঝাউগাছের মত এক গাছের আঠা হতে ইহার মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

মাত্রা—Q, ৪ হতে ৮ ফোঁটা, প্রত্যহ ৩/৪ বার।

উপকার—অম্লশূল বেদনা এবং হৃদযন্ত্রের পীড়ায় ইহার মাদার টিংচার ভাল কাজ করে। অম্লশূল—সামান্য পেট ভরে খেলেই পেটে এক প্রকার যন্ত্রণাদায়ক বেদনার সৃষ্টি হয়। রোগী মনে করে পাকস্থলীর মুখে কি যেন একটা গোলার মত শক্ত পদার্থ আটকে আছে। এই রোগীর একটা অদ্ভুত লক্ষণ আছে, যথা—দুপুরে এবং রাত্রে অত্যন্ত ক্ষুধা হয়, এমন কি ক্ষুধার জন্য ঘুম হয় না কিন্তু প্রাতঃকালে কিছু মাত্রা ক্ষুধা থাকে না। হৃদযন্ত্রের পীড়া—বুকের ভিতর এক প্রকার যন্ত্রণা হয় এবং মনে হয় সেখানে একটা কিছু আটকে আছে। এই জন্য রোগী বারবার কাশে। কাশির সময় মুখ দিয়ে জল ওঠে। মনে হয় কণ্ঠনালী কেউ চেপে ধরছে এবং এখনই শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে যাবে। হৃদপিন্ডে তীক্ষ্ম বেদনা, হৃদপিন্ড ভারী বোধ হয় এবং হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া ধীর। অনেক সময় ট্যাকি কার্ডিয়া ব্যাতিকার্ডিয়া প্রভৃতি রোগের লক্ষণ বর্তমান থাকে। ধাতু স্রাবের অনিয়মিত ক্ষেত্রেও ইহার মাদার টিংচার খুব উপকারী। ধাতু স্রাব ২/৩ মাস অন্তর হয় এবং আবার বন্ধ হয়ে যায় এমন লক্ষণ যুক্ত ক্ষেত্রে ইহার Q খুব ভাল কাজ করে।

চারিত্রিক লক্ষণ—ইহার মাদার টিংচার একটি দীর্ঘক্রিয় ঔষধ এবং পাকস্থলীর উপরই ইহার ক্রিয়া অধিক। যদি কোন রোগের সংগে বায়ু এবং অম্লের লক্ষণ থাকে, বৃদ্ধদের অম্ল ও অজীর্নের সংগে হৃদযন্ত্রের বেশ রোগ উপসর্গ থাকে এবং অতিরিক্ত চা পান ও তামাক সেবনের জন্য অজীর্ণ রোগের লক্ষণ থাকে তবে ইহার Q, সামান্য জলের সংগে ৫/৬ ফোঁটা করে প্রত্যহ তিনবার সেবন করলে যথেষ্ট উপকার পাওয়া যায়। নার্ভাস, লেখা পড়ার কাজে। চিন্তা করার ক্ষমতা লোপ, দিনে ঘুম ঘুম ভাব, রাত্রে ভাল ঘুম হয় না, কোষ্ঠ কাঠিন্যের দোষ, আহারের পরেই পেটে বেদনা, ভুক্ত দ্রব্য পেটে গোলার মত হয়ে থাকে এবং মাঝে মাঝে মনে হয় জড়িয়ে ওঠে তৎসহ বেদনার ভাব বর্তমান ইত্যাদি ইহার চারিত্রিক লক্ষণ।

সেবন বিধি—এক আঃ পরিমাণ বিশুদ্ধ জলে ইহার এক ড্রাম ও মিশ্রিত করে প্রতি ২/৩ ঘণ্টা অন্তর এক চামচ করে নিয়মিত সেবন করলে উপকার পাওয়া যায়। রোগীর বয়সের ও রোগের উগ্রতার তারতম্যে ঔষধের মাত্রার তারতম্য ঘটতে পারে।

এবসিন্‌থিয়াম (Absinthium)

পরিচয়—এক প্রকার গাছড়া। ইহার ফুল ও পাতা হতে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকার—মস্তিষ্কে রক্তাধিক্যতা বশত টাইফয়েড ও জ্বরে ইহা বিশেষ উপকারী। এছাড়া ঠান্ডা লেগে চোখের প্রদাহ, বর্দ্ধিত লিভার এবং প্লীহা, মনে হয় লিভার যেন ফুলে উঠেছে, পেটে অত্যন্ত বায়ু সঞ্চয়, বায়ুশূল বেদনা, শিশুদের অনেকক্ষণ স্থায়ী তড়কা, মৃগী, গড় হজম, ক্লোরোসিস, সায়েটিকা ইত্যাদি ক্ষেত্রেও ভাল কাজ করে। সর্বদা মূত্র ত্যাগের ইচ্ছা, মূত্রে কটু গন্ধ ইত্যাদি রোগেও ইহার ব্যবহার উপযোগী।

মৃগীরোগ—এই রোগ আক্রমণের পূর্বে রোগীর প্রথমে মাথা ঘোরে চোখের সম্মুখে সরষেফুল বা মূর্তি দেখে, কানে কম শুনে বা শুনতে পায় না, কাঁপতে থাকে, শরীর অসাড় বোধ হয় তারপরই আক্ষেপ শুরু হয়, দাঁতে দাঁত লাগে। দাঁত কড়মড় করে, জিহ্বা কামড়ায়, এইজন্য মুখ দিয়ে রক্ত মিশ্রিত ফেনা বের হয়। ডাঃ এলেন বলেন ইহাতে আক্ষেপ থাকে। রোগীর ফিটের সময় ইহার ও ২/৩ ফোঁটা রোগীর জিহ্বার উপর দিলে অতি ভয়ংকর ফিটের রোগীও খুব অল্প সময়ের মধ্যে ভাল হয়ে ওঠে। শিশুদের তড়কা যদি দীর্ঘ স্থায়ী তবে ইহার মাদার টিংচার খুব উপকারী। ডাঃ এ্যালবার্ট বলেন—পীড়া সেখানে মৃদু প্রকারের, রোগীর জ্ঞান সম্পূর্ণ লোপ হয় না সেখানে ইহা অধিক উপকারী।

স্ত্রী পীড়া—ডান ডিম্বকোষে তীক্ষ্ণ বেদনা। ক্লোরোসিস রোগ গ্রস্তা রমনী যাদের চেহারা সবুজ বর্ণ দেখায়, অত্যন্ত দুর্বল, বুক ধড়ফড় করে তাদের পক্ষে ইহার মাদার টিংচার খুবই উপকারী।

প্রস্রাবের পীড়া—যদি রোগীর প্রস্রাব পরীক্ষা করে এলবুমেন পাওয়া যায় তবে ও উপকারী। ইহাতে প্রস্রাবের রঙ কমলালেবুর মত, ঘোড়ার মূত্রের মত, ভয়ানক দুর্গন্ধ থাকে এবং মূত্রের বেগ খুব ঘন ঘন হয় তবে উপকারী। অবশ্যি প্রস্রাবের এই লক্ষণটি এসিও নাইট্রিকেও আছে।

কানের রোগ—কোন প্রকার মাথার যন্ত্রণা আরোগ্য লাভের পর যদি কানে পুঁজ সৃষ্টি হয় তবে সেই ক্ষেত্রে ইহা খুব উপকার করে।

হৃদযন্ত্রের রোগ—হৃদপিন্ডের অসম গতি। এছাড়া হৃদযন্ত্রে এতো জোরে শব্দ হয় সে পিঠের দিক থেকেও ঐ স্পন্দন শুনতে পাওয়া যায়। নাড়ী প্রথমে খুব জোরে চলে, পরে খুব ক্ষীণ ও ধীর হয়ে আসে ইত্যাদি লক্ষণে ইহার Q বিশেষ উপকারী।

মাত্রা ও সেবন বিধি—এক আউন্স পরিমাণ বিশুদ্ধ জলে এক ড্রাম মাদার টিংচার মিশ্রিত করে এক চামচ করে প্রতি দু-ঘন্টা অন্তর।

একালিফা ইণ্ডিকা (Acalypha Indica)

পরিচয়—ভারতীয় ঔষধ। মুক্তঝুরি বা মুক্ত বর্ষীয় পাতা হতে ইহার মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়। ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে, রাস্তার ধারে, বাগানে ও পতিত জমিতে ইহা প্রচুর পরিমাণে জন্মে। আয়ুর্বেদ শাস্ত্র মতে এই ঔষধটি বমন কারক, বিরেচক, রাত শ্লেষ্মানাশক। ইহা কাশি, শ্বাস, জ্বর এবং শিশু রোগে ব্যবহৃত হয়।

উপকার—ঘুষঘুষে জ্বর, দিন দিন শরীর শুকিয়ে যায়, কাশি, রক্ত কাশ, যক্ষ্মা এবং ফুসফুস হতে রক্ত স্রাবের জন্যই ইহার Q বিশেষ উপকারী। কাশির সংগে যে রক্ত উঠে উহা উজ্জ্বল লাল অথবা ঈষৎ কালো রঙের তৎসহ চাপ চাপ রক্ত উঠলে ইহা উপকারী। ইহার পাতার রস তেলের সংগে মালিশ করলে বাত ও লিংগমনির প্রদাহে উপকার পাওয়া যায়। ইহার রস শিশুদের একটি বমন কারক ঔষধ। শিশুদের কোষ্ঠকাঠিন্য অবস্থায় ইহার কয়েকটি পাতা হাতে রগড়ে একটি বড়ির মত করে উহার সংগে সামান্য পুরাতন ঘৃত মিশ্রিত করে মলদ্বারে প্রবেশ করালে সংগে সংগে বাহ্যের বেগ হয় এবং বাহ্য হয়। ইহা বিরেচকের কাজ করে। ইহার Q কর্ণ বেদনায় হিতকর। ইহার শুষ্ক পাতার গুড়ো বালক-বালিকাদের ক্রিমি রোগে উপকারী। একালিফা ঔষধটি চর্মরোগেও ব্যবহৃত হয়। চর্মে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ফোটকের মত উদ্ভেদ বের হয়ে চাবড়ার মত ফুলে উঠে এবং অত্যন্ত চুলকায় ইত্যাদি লক্ষণে ইহা উপকারী।

মাত্রা—Q ৪/৫ ফোঁটা করে দিনে তিন বার সেব্য।

এব্রোটেনাম (Abrotanum)

পরিচয়—এক প্রকার লতাপাতার দ্বারা ইহার মাদার টিংচার প্রস্তুত করা হয়। হাত, হাতের কব্জি গোরালীতে বেদনা, গাঁট শক্ত, আরষ্ট ভাব, কাঁধে বেদনা, বাত জনিত বেদনা, শরীরে কম্পন ভাব, কাজ করতে ইচ্ছা করে না, ঘুম হয় না, পর্যায়ক্রমে বাত ও অর্শ, আমাশয়, অত্যন্ত দুর্বলতা সহ জ্বর, শিশুদের ম্যারাসমাস ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইহার মাদার টিংচার ভাল কাজ করে। মাত্রা—Q, সামান্য জলের সংগে ৪/৫ ফোঁটা ঔষধ দিনে ৪ বার।

উপকার—বাতরোগ। অত্যন্ত যন্ত্রণার সংগে কাঁধের হাতের কবজি, পায়ের গোড়ালীর গাঁটে বাত বেদনা দেখা দিলে অথবা প্রদাহ যুক্ত বাত রোগের আক্রান্ত স্থান ফুলে উঠার পূর্বে কোন স্থানে বেদনা হলে ইহার ব্যবহার অত্যন্ত প্রয়োজন। প্লুরিসি রোগে একোনাইট এবং ব্রায়োনিয়া ব্যবহারের পর বুকে চেপে ধরার মত বেদনা বোধ তৎসহ শ্বাস প্রশ্বাসের কষ্ট থাকলে উহার মাদার টিংচার খুব উপকারী। এছাড়া অনেক সময় আক্রান্ত স্থান হতে বাত কখনো বুকে চলে যায়, কোমরের বেদনা অনেক সময় রেত রজ্জুর মধ্য দিয়ে পরিচালিত হয়, গাঁট শক্ত ও আরষ্ট হয়ে যায়, রোগী খুঁড়িয়ে চলে ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইহার Q খুব উৎকৃষ্ট ঔষধ।

অর্শ—অর্শ রোগের সংগে স্যাকরামের (পাছার হাড়) বেদনা, ক্রমাগত মলত্যাগের ইচ্ছা ও বেগ, রোগী অনবরত পায়খানায় যায়, মল অতি অল্প, কোন কোন সময় রক্তবাহ্য হয়। এই সব লক্ষণে Q খুব ভাল কাজ করে।

পাকস্থলীর রোগ—প্রচুর খাওয়া দাওয়া করে এবং যথেষ্ট ক্ষুধা থাকা সত্ত্বেও দিনে পর দিন শরীর শুকাতে থাকে। যা খায় তা ভাল পরিপাক হয় না, অজীর্ণ বাহ্য হয়, পাকস্থলীর মধ্যে অসহ্য কেটে ফেলার ন্যায় বেদনা, কোন কোন সময় পচা দুর্গন্ধ বমি হয়। ইহা ছাড়া পেট খোলা, মনে হয় পাকস্থলীর মধ্যে একটা শক্ত ডেলার মত পদার্থ রয়েছে। পর্যায়ক্রমে কোষ্ঠ কাঠিন্য এবং উদরাময় লক্ষণগুলো দেখা দেয়। বৃদ্ধদের অজীর্ণ রোগের সংগে হৃদযন্ত্রের গোলযোগ থাকলে ইহার মাদার টিংচার খুব ভাল কাজ করে। ডাঃ কেন্ট বলেন—'ছেলেদের নাক দিয়ে রক্ত পড়া, নাভি দিয়ে রস রক্ত পড়া, অন্ডকোষ ফোলা এবং তৎসহ শরীর শুকিয়ে যাওয়া ইত্যাদি লক্ষণ যুক্ত ক্ষেত্রে ইহার Q খুব ফলপ্রদ।

লক্ষণগত পার্থক্য—শিশুদের ম্যারাসমাসে এব্রোটেনাম ছাড়াও সার্সাপেরিলা, ন্যাট্রাম মিউর, আয়োডাম বিশেষ উপকারী ভাব প্রয়োগকালে এই লক্ষণগত পার্থক্য ভাল করে নিরূপন করতে হবে। যদি শিশুদের গায়ে বৃদ্ধ ব্যাক্তির মত চামড়ার ভাঁজ পড়ে এবং শরীর অপেক্ষা ঘাড় অধিক রোগা দেখায় তবে সার্সাপেরিলা উপযোগী। যদি শিশু প্রচুর পরিমাণ আহার করে তথাপি শরীর শুকাতে থাকে, ঘাড়ের পশ্চাৎ দিকটা অধিক শুকায় ইত্যাদি লক্ষণে ন্যাট্রাম মিউর উপযোগী। যদি দেখা যায় শিশুর সর্বদাই ক্ষুধা কেবল খাবার জন্য কাঁদে, খেয়ে উঠেই আবার খেতে চায় এবং সমস্ত শরীর শুকিয়ে যায় এই ক্ষেত্রে আয়োডাম উপকারী। যদি দেখা যায় সমস্ত শরীর শুকিয়ে যাচ্ছে এবং পায়ের দিকটা শুকিয়ে যাবার ভাবটাই খুব সুস্পষ্ট তবে এব্রোটেনাম Q উপকারী। অবশ্যি এই লক্ষণটি কিন্তু টিউবারকিউলিনামেও আছে। ডাঃ জন বলেন—শিশুদের ম্যারাসমাসের লক্ষণটিতে দেখা যায় পায়ের দিক থেকে শুকাতে আরম্ভ

করে উপর দিকে লক্ষণটি ধীরে ধীরে ধাবিত হয়। পেটটি বড়, গায়ের মাংস যেন শুকিয়ে যাচ্ছে, তৎসহ অম্ল লক্ষণ এবং রাক্ষুসে ক্ষুধা এই ক্ষেত্রে এব্রোটেনাম নির্দিষ্ট ঔষধ। ইহার Q ২/৩ ফোঁটা করে দিনে ৪/৫ বার সেব্য। মৃদু বিরেচকের কাজ করে। ইহার রস তিল তেল দিয়ে ব্যবহার করলে প্রাদাহিক ফুলা ও অর্শের আরাম হয়। ইহার শুষ্ক পাতার গুড়া শিশুদের ক্রিমি দূর করে।

উপকার—উদরাময় ও আমাশয় রোগে—দুর্গন্ধ সহ বায়ু নিঃসরণ এবং শশব্দে তরল মল বেগে নির্গত হয়, তলপেট হতে নীচের দিকে নাড়ীভুড়ি বের হয়ে আসার মত বেদনা, পেট গড়গড় করে, পেট ডাকে এবং ফাঁপ দেয়, পেটে কামড়ানির মত ব্যথা থাকে, মলদ্বার দিয়ে রক্ত স্রাব হয়, রক্তস্রাব ভোরের দিকেই বেশী হয় ইত্যাদি লক্ষণযুক্ত ক্ষেত্রে ইহার Q ৫/৩ ফোঁটা পরিমাণ সামান্য জলের সংগে দুঘন্টা অন্তর সেব্য।

চর্ম পীড়া—চর্মে ছোট ছোট স্ফোটকের মত উদ্ভেদ বের হয় এবং চাবড়ার মত ফুলে উঠে। সেখানে খুব চুলকায় ইত্যাদি ক্ষেত্রেই ইহার Q খুব ভাল কাজ করে। ২/৩ ফোঁটা করে দিনে ৪ বার।

চারিত্রিক লক্ষণ—অধ্যাপক জোন্‌স ইহার চারিত্রিক লক্ষণগুলো সংক্ষেপে উল্লেখ করেন—সময় ঃ—প্রাতকালে রক্ত স্রাব। রক্ত ঃ—প্রাতে উজ্জ্বল লাল বর্ণ এবং পরিমাণে তত বেশী নয়, বৈকালে কালো এবং চাপ চাপ রক্ত। নাড়ী কঠিন নয়, দ্রুতও নয় বরং কোমল এবং সহজ নমনীয়। কাশি ঃ—রাত্রে প্রবল এবং পুনঃ পুনঃ আক্রমণ, রোগী প্রাতে দুর্বল এবং ক্লান্ত এবং বৈকালে ক্রমশঃ সবল্ বোধ করতে থাকে। তিনি বলেন, সকল প্রকার রক্ত স্রাবেই প্রাত কালে বৃদ্ধির ভাব থাকলে এই ঔষধটি ব্যবহার করা উচিত। এই ঔষধটি বর্তমানে আমেরিকান ফার্মা কোপিয়ায় স্থান লাভ পেয়েছে। তাঁরা এই দেশ হতে শুষ্ক পাতা সংগ্রহ করে ঔষধটি প্রস্তুত করে। কিন্তু আমাদের দেশে টাটকা গাছ হতে সে ঔষধ প্রস্তুত হয় তাতে অধিকতর ফল দান করে। ইহার মাদার টিংচার মূল্যবান ঔষধ।

আসাই (Asai)

পরিচয়—দেবদারু গাছের ন্যায় এক প্রকার পার্বত্য গাছের পাতা হতে ইহার মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

উপকার—কালা জ্বরের অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। কালাজ্বর তৎসহ রক্তবাহ্য ও রক্ত প্রস্রাবের প্রধান ঔষধ। হোমিওপ্যাথিতে ইহার লক্ষণ গত সাদৃশ্য দেখা যায় একোনাইট, বেলেডোনা, টেরি বিন্থ, হেমামেলিস এবং ক্রোটেলাস প্রভৃতি ঔষধে। ইহার Q ২/৩ ফোঁটা করে দিনে ৪ বার সেব্য। যদি জ্বর সহ রক্ত বাহ্য ও রক্ত প্রস্রাবের লক্ষণ থাকে তবে ইহার সংগে হেমামেলিস Q, ৫/৩ ফোঁটা